৫. লাডাকের বুনো হাঁস

পড়ুয়ারা এই সত্যি ঘটনাটি পড়ে নিজের ভাষায় বলতে পারবে। এই রচনাটি পড়ে তারা মূল বিষয়টি বুঝতে পারবে, সেটি সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে পারবে, প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে এবং নিজের অভিজ্ঞতার কথা অন্যকে বলতে পারবে।

আমরা ভাবি, সঙ্গীসাথি আপনজনের প্রতি ভালোবাসা বুঝি কেবল মানুষেরই আছে। তা ঠিক নয়। পশুপাখির মধ্যেও এই গুণ আছে যা দেখে আমরা আশ্চর্য হই। এইরকম একটি দরদি বুনো হাঁসের কথা এখানে পড়বে। আহত সাথির প্রতি এমন ভালোবাসা মানুষও কি সবসময় দেখাতে পারে? এই পাখিটির কথা কখনো ভুলো না। আর ভুলো না সেইসব জোয়ানদের কথা যাঁরা ঘরবাড়ি আপনজন ছেড়ে হাড়কাঁপানো বরফের রাজ্যে দিনের পর দিন সীমানা পাহারা দিয়ে আমাদের দেশকে রক্ষা করছেন। এটা কিন্তু গল্প নয়, সত্যি ঘটনা।

শীতের শেষে যদি আকাশের দিকে চেয়ে দেখ, দেখতে পাবে দলে দলে বুনো হাঁস, তিরের ফলার আকারে, কেবলি উত্তর দিকে উড়ে চলেছে। ওরা গরম দেশে শীত কাটিয়ে এখন শীতের শেষে আবার নিজেদের দেশে ফিরে যাচ্ছে। ওদের বেশি গরমও সয় না, আবার বেশি শীতও সয় না।

এই গল্পটা লাডাকের একটা বরফে-ঢাকা নির্জন জায়গা থেকে শোনা। সেখানে আমাদের জোয়ানদের একটি ঘাঁটি ছিল। কয়েক জন সৈনিক সীমান্ত পাহারার কাজে ওখানে শীত কাটাচ্ছিল।

তখন শীতের শুরু। মাথার ওপর দিয়ে দলে দলে বুনো হাঁস দক্ষিণ দিকে উড়ে যেত। তাই দেখে দেখে দেশের জন্যে, নিজেদের বাড়ির জন্যে জোয়ানদের মন কেমন করত। চিঠিপত্র বিশেষ পৌঁছত না, রেডিওতে যেটুকু খবর পেত। তাও ঝড়-বৃষ্টি হলে শোনা যেত না।

একদিন একটা বুনো হাঁস দল ছেড়ে নীচে নেমে পড়ল। একটা ঝোপের ওপর নেমে, সে থরথর করে কাঁপতে লাগল। এরপর জোয়ানরা অবাক হয়ে দেখল, আর একটা বুনো হাঁসও নেমে এসে, ওটার চারিদিকে উড়ে বেড়াচ্ছে। বরফ পড়তে শুরু করতেই জোয়ানরা গিয়ে আগের হাঁসটাকে তাঁবুতে নিয়ে এল। অন্য হাঁসটা প্রথমে তেড়ে এসেছিল, তারপর ওদের সঙ্গে নিজেই গিয়ে তাঁবুতে ঢুকল।

Scanned with CamScanner

ভিতরে ছেড়ে দিতেই দেখা গেল প্রথম হাঁসটার ডানা জখম হয়েছে। তাই বেচারি উড়তে পারছিল না। জোয়ানদের মুরগি রাখার খালি জায়গা ছিল। সেখানে বুনো হাঁসরা রইল। টিনের মাছ, তরকারি, ভুট্টা, ভাত, ফলের কুচি, এইসব খেত।

ওদের দেখাশোনা করা জোয়ানদের একটা আনন্দের কাজ হয়ে দাঁড়াল। পরের হাঁসটা ইচ্ছে করলেই উড়ে চলে যেতে পারত। কিন্তু সঙ্গীকে ছেড়ে গেল না। সারা শীতকাল দুজনে ওখানে থেকে গেল। আস্তে আস্তে হাঁসের ডানা সারল। তখন সে একটু একটু করে উড়তে চেষ্টা করত। তাঁবুর ছাদ অবধি উঠে, আবার ধুপ্ করে পড়ে যেত।

এমনি করে সারা শীত দেখতে দেখতে কেটে গেল। নীচের পাহাড়ের বরফ গলতে শুরু করল। আবার সবুজ ঝোপঝাপ দেখা গেল। ন্যাড়া গাছে নতুন পাতা এল। ফুলের কুঁড়ি ধরল। তারপর পাখিরা আবার আসতে আরম্ভ করল। এবারে দক্ষিণ থেকে উত্তরে। দেশে ফিরে ওরা বাসা বাঁধবে, বাচ্চা তুলবে।

জোয়ানদের হাঁস দুটি আজকাল তাঁবুর বাইরে চরত আর মাথার ওপর দিয়ে হাঁসের দল গেলেই চঞ্চল হয়ে উঠত। তারপর একদিন জোয়ানরা সকালের কাজ সেরে এসে দেখে হাঁস দুটি উড়ে চলে গেছে। জোয়ানদেরও বাড়ি ফেরার সময় হয়ে এলো।

লীলা মজুমদার

জেনে রাখ

Scanned with CamScanner